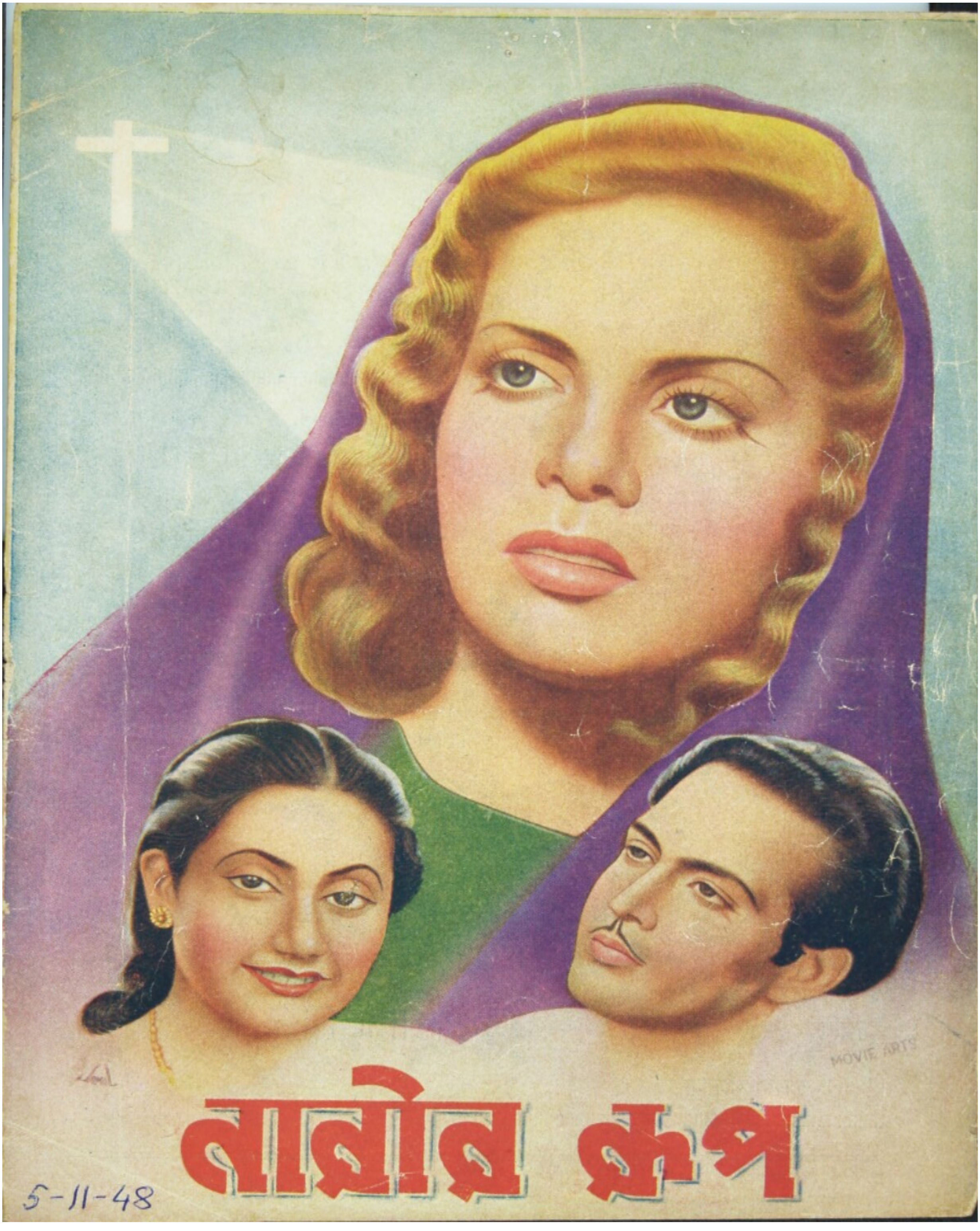

নারীর রূপ

5-11-48

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিমিটেডের চিত্রার্ঘ্য

এস্ এল্. কারনানীর নিবেদন

— নারীর রূপ —

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—**সতীশ দাশগুপ্ত**

কাহিনী :—**মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

সুরশিল্পীঃ—**সুবল দাশগুপ্ত**

অন্তরালে

রমলাদেবী
রবীন মজুমদার
রেণুকা রায়
জহর গাঙ্গুলি
শ্যাম লাহা
উৎপল সেন
সন্তোষ সিংহ
শিশির বটব্যাল
বাণীব্রত
ম্যালকম
রেবা
সুদীপ্তা
অমিতা
এবং আরো অনেকে।

সংলাপ—মণীন্দ্র রায়, সুখময় ভট্টাচার্য্য।
গীতকার—শৈলেন রায়, বি.এম.শর্ম্মা।
আলোক চিত্র-শিল্পী... জি. কে. মেহতা।
শব্দ-যন্ত্রী ... গৌর দাস।
রাসায়নিক ... ধীরেন দাশগুপ্ত।
সম্পাদনা ... বিনয় ব্যানার্জ্জী।
শিল্প-নির্দ্দেশ ... বটু সেন।
ব্যবস্থাপনা ... সুধীর সরকার।
স্থির-চিত্র ... মদন শর্ম্মা।
রূপসজ্জা ... শৈলেন গাঙ্গুলি।

রূপায়ণে

প্রিন্স নন্দলাল·····কিন্তু লোকে তাকে প্রিন্স বলেই জানে। মানুষের জীবনে যা কিছু কাম্য সবই তার আছে, কিন্তু তবু সে একা। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে যে টাকা দিয়ে লক্ষ রূপসীর মেলা বসানো যায়, কিন্তু প্রাণের খোঁজ পাওয়া যায়না। তবু সে খোঁজে তার আপন মনের মানুষটিকে।

এলো মেরী, এলো আশা, এলো সোফিয়া·····নারীর বিভিন্ন রূপের এক একটী স্ফুলিঙ্গ এরা·····

* * *

প্রিন্সের ছবি আঁকার মডেল হয়ে এসেছিলো মেরী, হাস্যে, লাস্যে, যৌবনোচ্ছাসে অপূর্ব্ব। বহু মডেলের ভিড়ের মধ্যে প্রিন্সের হয়তো তাকে ভালোলেগেছিল, কিন্তু ভালোলাগা আর ভালোবাসা যে এক জিনিষ নয়, মেরী তা বুঝতে পারলোনা; তাই প্রিন্সের ব্যক্তিত্বের মোহে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলো। ভুলে গেল সে আপনাকে এমন কি তার আপন সংসার, আপন স্বামী। প্রিন্স কিন্তু বলে, যে নারী তার স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনা—পৃথিবীতে সে কাউকে ভালোবাসতে শেখেনি। ফিরিয়ে দেয় সে মেরীকে, বলে—Frailty thy name is woman. মিঃ ডিকি জানলো তার এই অবৈধ প্রণয়ব্যাপার—জানলো আরো অনেকে·····

* * *

একদল লোক প্রিন্সকে আগাগোড়াই সন্দেহের চোখে দেখতো। তার শিল্পীজনোচিত খোলা মনের আবরণকে এসব লোক চরিত্রহীনতার আবরণ বলে ধরে রেখেছিল। আর এই দলে ছিলেন নামকরা অ্যাটর্নি অতীনবাবু। সেইজন্যেই যখন একদিন হরতালের মুখে যানবাহনের অভাবে হাওড়া স্টেশনে আটকা পড়লেন, স্যার ভবতোষ আর আশা, তখন সে বিপদেও প্রিন্সের গাড়ী করে বাড়ী পৌছোনো অতীনবাবু ভালোচোখে দেখলেন না। বরং প্রিন্সের সঙ্গে এই যোগাযোগ যে তাঁকে কতদূর পর্য্যন্ত চিন্তিত করে তুললো তা বলা যায় না। কারণ স্যার ভবতোষের কলকাতার সম্পত্তির তিনিই তদ্বির করতেন। আশা তাঁর একমাত্র মেয়ে। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকা করবার জন্যে, তিনি ছেলে অলোককে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার করে এনেছিলেন। এর মধ্যে প্রিন্সের আবির্ভাব! কোন বিষয়ী লোক স্থির থাকতে পারে?

অতএব স্যার ভবতোষের বাড়ীতে প্রিন্সের নিন্দেটা একটু বেশী করেই রটানো হলো। আদর্শবাদী আশা, এ প্রচারে প্রথমটা সঙ্কুচিত হল বটে, কিন্তু চোখে যতটুকু দেখলো তাতে তার অন্যরকম ধারণাই দানা বাঁধতে লাগলো। এত পরোপকারী শান্ত অথচ দৃঢ়—এমন মাধুর্য্যময় স্নিগ্ধ পৌরুষ, এই তো মেয়েদের চিরকালের প্রার্থিত। আর এর পাশে অলোক—মানুষ তো নয়, যেন একটা ভঙ্গী। যে অ্যাকসিডেণ্টের সূত্রে এদের দুজনকে চরমভাবে জানার সুযোগ আশা পেল, সেটা তার জীবনে গভীরভাবে দাগ কেটে গেল। প্রিন্সকে আশা ভুলতে পারলোনা।

কিন্তু জীবনে যা চাওয়া যায়, তা হয়না। আশার প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমের জন্যে বিমুগ্ধ প্রিন্স একখানা ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠায়। তাই নিয়ে কতই না কাণ্ড। অলোকের হাত থেকে সে চেক যায়, অতীনবাবুর হাতে, সেখান থেকে সোজা পুলিশ কমিশনারের টেবিলে—ভদ্রঘরের মেয়েকে টাকা পাঠানো কি কম কদর্য ব্যাপার! তিলকে তাল করে অতীনবাবুর ওকালতিবুদ্ধি এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে বসলো যাতে মান বাঁচাতে ভবতোষই মেয়েকে নিয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে বাঁচেন। কিন্তু অলোকের এমনি বরাত যে আশা কিন্তু তখনও প্রিন্সকে ভুলতে পারলোনা।

অজ্ঞাতবাসের পর্বটা কাটছিল বেনারসে। ভাগ্যদেবতা প্রিন্সকেও টেনে এনেছিলেন সেই সহরে। আর সেখানে তার পূর্ব্বপুরুষের আবাসভূমির রাজপ্রাসাদে ২৬শে জানুয়ারীর পুণ্য তিথিতে বৃটিশ পতাকা নামিয়ে তুলে ধরলো সে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। জনতার জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো দাসত্বের প্রাচীর। সরকারী কর্মচারীর বাধায় ভ্রুক্ষেপ না করে প্রিন্স নিজের সমস্ত সম্পত্তি জনহিতে দান করলো। প্রিন্স নন্দলাল আজ জনগণের সেবক।

পরদিন সকালেই খবরের কাগজে এ বিবরণ পেয়ে গেল সারা দেশের লোক, পেলেন ভবতোষ, পেলো আশা! প্রিন্স যে কত উন্নত চরিত্রের মানুষ, এর পরেও কিছু সন্দেহ থাকতে পারে?

কিন্তু এমন লোকের সম্বন্ধেও কুৎসা প্রচারের শেষ নাই। কলকাতা থেকে অতীনবাবুর চিঠি আসে—প্রিন্স ব্যাভিচারী—প্রিন্স খুনী। মেরীকে পাবার জন্যে সে হত্যা করেছে নিরপরাধ ডিকিকে।

থাকতে না পেরে আশা ছুটে যায় প্রিন্সের কাছে, কিন্তু ঘরে যে তখন সত্যিই মেরী.....

তারপর কি পর্দ্দায় দেখুন।

—সঙ্গীতাংশ—

মেরীর গান—

ও পিয় পিয়া পিয়া
My lovely lovely পিয়া
দিল হামনে তুঝকো দিয়া
দিল দেকে দিল হায় লিয়া
ও পিয়া পিয়া পিয়া

I like you Oh সাজন
My charming সাজন
My darling সাজন
যাদু তুনে কিয়া
ও পিয়া পিয়া পিয়া

ও রাজা দিলমে আজা
আ দিলকে তার হিলাজা
এক এ্যয়সা গীত শুনাজা
খুস হোকে নাচে জিয়া
ও পিয়া পিয়া পিয়া

রূপ যৌবন বীতি যায়ে
এক পন্‌ছী মনমে গায়ে
কোই উসকো পাস বুলায়ে
ইয়ে দিল হ্যায়-জিসনে লিয়া
যাদু তুনে কিয়া
ঔর ব্যেকল জিসনে কিয়া
ও পিয়া পিয়া পিয়া।

নিভার গান--

জানি আমি জানি
তোর নয়নের বাণী
আজ কি কথা কহিতে চায়
জানি ওরে জানি তোর নয়নের বাণী
আজ কি কথা কহিতে চায় ॥
ধরিতে সুদূর চাঁদে
যে সুরে কুমুদী কাঁদে
যে গান গাহিয়া সাগরের পথে
প্রাণের নিঝর ধায় ॥
যে গানে কুসুম জাগে
পথিক ভ্রমর লাগি
যে সুরে আবেশে হিয়া
হিয়াতে বাঁধেগো রাখি।
যে ব্যথা কাঁটারে ভুলে
রাঙা হয় ফুলে ফুলে, রাঙা হয় গো
যে কামনা লয়ে হৃদয়ের বীণা
সুরে সুরে দোলে হায় ॥

প্রিন্সের গান—

কোন অজানা মোর ভাবনারে দোল দিয়ে যায়
মোর হৃদয়ের বাতায়নে ফুল ফোটে হায়
মোর হৃদয়ের খেলাঘরে তারই খেলা গো
সেথা আশা দিয়ে বাসা বাঁধি সারা বেলা গো
তাই উদাসীর এ ভাঙ্গাবাঁশী সুর ফিরে পায়।
আমি ক্ষণে ক্ষণে আঁকি মনে তারই ছবি গো
মোর স্বপনের মায়ালোকে তারে লভি গো
যেন মনোবনে পাখী হয়ে গান সে যে গায়।
তারে ভুলিতে যে বারে বারে মোরে ভুলি গো
আর না পাওয়ারই বেদনাতে মিছে দুলি গো
যেন স্বপনের গগনে সে চাঁদ হয়ে চায়
দোল দিয়ে যায়।

প্রিন্স ও আশার গান— (দ্বৈত)

মন চ'লে যায় চাঁদের দেশে
চাঁদের দেশে
কুল হারাবার ছন্দ দোলে
গানের বেশে
তরীখানি টলমল
হিয়া হ'ল চঞ্চল
অজানা স্রোতের টানে
মোরা চলি ভেসে গো!
আকাশ ভরা তারাগুলি
মোদের ডাকে হায়
সেই চেনা ফুলের গন্ধ নিয়ে
বাতাস বয়ে যায়
তোমার হিয়ায় আমার হিয়া
স্বপ্নে মেশে গো।
আজ মোরা চাই ভালবাসা
তারই লাগি স্রোতে ভাসা
মিলনের ফুল ফোটে
স্বপন আবেশে গো।

মেরীর গান—

তুনে শিখলাই
প্রেম কি সাঁচী রীত মুঝকো
তুনে হায় শিখলাই
ইসরীতিনে সাজন মেরি, দুনিয়া হি পালটাই
গিরনে কো হী থি ম্যায় পাপন তুনে মুঝে উঠায়া
ঘর জলনে কো হী থা মেরা তুনে উসে বাঁচায়া
আপনা মোহ হঠাকে তুনে
প্রীত পতি কি জাগাই
ইয়াদ করু ম্যায় পলপল তুঝকো
ইয়াদ কিয়ে সুখ পাঁউ
তুঝকো আপনা দেব বানাকে,
দিলমে সদা বসাউঁ
দিলকে নয়না দেখে হরদম, আপনা কৃষ্ণ কানহাই
আবনা মুঝকো ডর হায় কিসিকা
আবনা লাজ কিসিকি
পায়া তুঝসে জ্ঞান খাজানা, না মোহতাজ কিসিকি
আঁধিয়ারে জীবন মে মেরে
তুনে জ্যোৎ জালাই।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

?

প্রতিক্ষায় থাকুন

হাওড়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে এস-এল-কারনানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং, হাওড়া কর্ত্তৃক মুদ্রিত।